

# রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মশা নিয়ে উদ্বিগ্ন

## যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৪৯ × রবিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

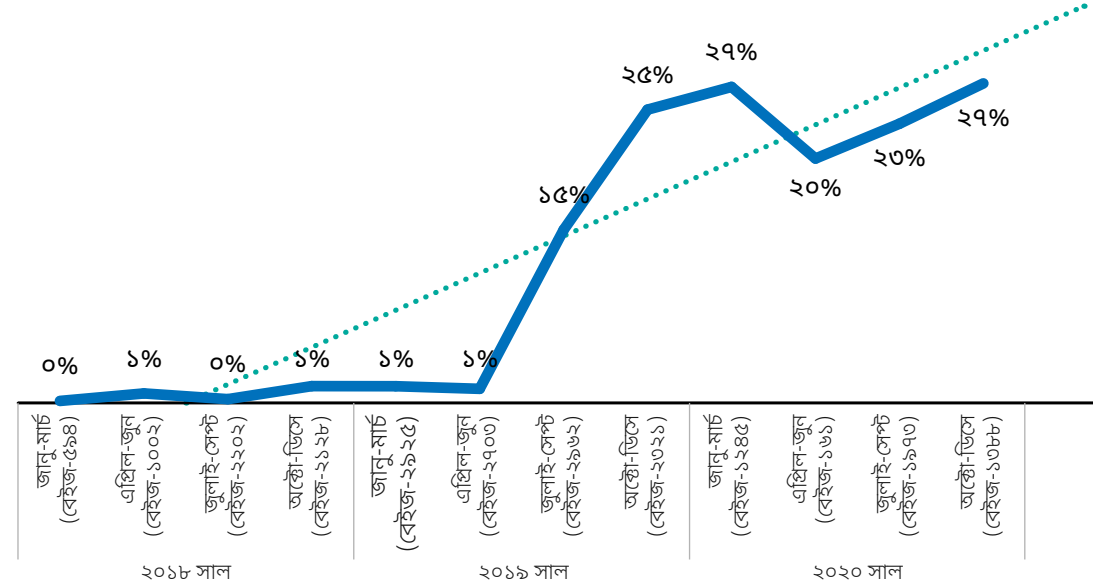


সূত্র: ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন সংস্থা লিসেনিং গ্রুপ সেশনের মাধ্যমে কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করে আসছে। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এই মতামতগুলো যাচাই-বাছাই করে এবং এর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো 'যা জানা জরুরি' (হোয়াট ম্যাটারস) এর মাধ্যমে তুলে ধরে।

২০১৮ এর জানুয়ারি থেকে ২০২০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত নানা সময়ে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ২০,০০০ এরও বেশি লিসেনিং গ্রুপের তথ্য ও মতামত বিশ্লেষণ করেছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা যে ৩৪টি ক্যাম্পে বসবাস করছেন তার সবগুলোই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং এখানে নারী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে, গর্ভবতী নারী, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান এমন মা থেকে শুরু করে সন্তান আছে এমন মা, প্রবীণ ব্যক্তি, প্রান্তিক মানুষ এবং শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে এমন নানা রকমের মানুষের মতামত স্থান পেয়েছে। এভাবে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এর পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা কোন সময় কী নিয়ে উদ্বিগ্ন সেই তথ্যগুলো যেমন সংরক্ষণ/নথিভুক্ত করা হয়েছে, তেমনি সময়ের সাথে সাথে এই উদ্বিগ্নগুলোতে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে সেটি নিয়েও গবেষণা করা হয়েছে।

'যা জানা জরুরি' (হোয়াট ম্যাটারস) এর এই সংখ্যায়, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন মূলত মশা সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর প্রতি লক্ষ রেখেছে। এ বিষয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্বেগগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ১১ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এ ১০টি টেলিফোন সাক্ষাৎকার নেয়, যেখানে পাঁচ জন নারী (২০-৬০ বছর বয়সী) এবং পাঁচ জন পুরুষ (৩৬-৫০ বছর বয়সী) অংশ নেন। এছাড়া কিছু অংশগ্রহণকারী লিসেনিং গ্রুপগুলোতে অংশ নিয়েছেন এবং সেখানে ওয়াশ (পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন), নন-ফুড আইটেম (এনএফআই) এবং মশা সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে মশার কারণে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে এবং তারা কিভাবে এই সমস্যাগুলো মোকাবেলা করছেন সে বিষয়ে আলোচনা করতে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করা হয়।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা মূলত প্রয়োজনীয় ও ব্যক্তিগত তথ্য নথিভুক্তকরণ, শেল্টার, সাইট ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলোরই বেশি মুখোমুখি হচ্ছেন। এর মধ্যে মশার কারণে তৈরি হওয়া স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথাও নিয়মিতভাবে এসেছে। বিশেষ করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১৯ এর এপ্রিল থেকে মশা নিয়ে মানুষের উদ্বেগের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে।



ফোন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, অনেক বেশি মশা থাকার কারণে তাদের ঘুমের সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে ফোন সাক্ষাৎকার ও লিসেনিং গ্রুপ সেশন – এই দুই জায়গাতেই অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে, মশার কারণে মানুষ অসুস্থ হয়ে যেতে পারে এবং মশার কামড়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। এছাড়া ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগ এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসা সেবার সুযোগ/পর্যাপ্ততা নিয়েও তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তারা বলেছেন, আসরের নামাজের পর (বিকেলের নামাজের সময়) থেকে অন্ধকার বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে মশার সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং এর ফলে রাতে অনেক সমস্যা হয়। অংশগ্রহণকারীদের অর্ধেকের মতে, শীতকালে সমস্যাটি প্রকট হয়। তবে অন্যদের মতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় বর্ষাকালে পানি জমে অবস্থা বেশি খারাপ হয়।

অংশগ্রহণকারীরা নোংরা এবং পানি জমে থাকে এমন জায়গাগুলোকে মশার অবাধ বংশবিস্তারের স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, ড্রেনগুলো নিয়মিতভাবে পরিষ্কার না করলে মশা সমস্যার কোনো সমাধান করা সম্ভব হবে না। তারা দেখেছেন, ড্রেনের কাছাকাছি যারা থাকেন তারা মশা নিয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন। এজন্য অংশগ্রহণকারীরা যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (নালা-নর্দমা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষ্কার রাখা) পরামর্শ দিয়েছেন, যা মশা কমাতে সাহায্য করবে বলে তারা মনে করেন। এছাড়া মানুষ যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণেও মশার বংশবিস্তার ঘটছে বলে তারা উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে কিছু

অংশগ্রহণকারী মশার ঝুঁকি কমাতে তাদের আশপাশ পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করেন বলে জানিয়েছেন। যদিও ক্যাম্পের আয়তনের তুলনায় তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাগুলো সীমিত প্রভাবই ফেলছে।

লিসেনিং গ্রুপের আলোচনা এবং টেলিফোন সাক্ষাৎকার – এই দু' মাধ্যমেই মানুষ মশারি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, যে মশারিগুলো তারা ব্যবহার করছেন সেগুলোর অবস্থা ভালো না এবং পুরোনো হওয়ার কারণে এসব মশারি সহজেই ছিঁড়ে গিয়ে ফাঁক হয়ে থাকে। এছাড়া পরিবারের সকল সদস্যের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মশারি না থাকায় শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি ছাড়া বাকিদেরকে মশারি ছাড়া থাকতে হয় বলেও তারা জানিয়েছেন।

অংশগ্রহণকারীদের মতে মানুষজন মশারির বিকল্প হিসাবে মশার কয়েল কেনে। যদিও খুব কম সংখ্যক মানুষেরই এভাবে কয়েল কেনার সামর্থ্য আছে। (এক জোড়া মশার কয়েলের দাম ১০-১৫ টাকা এবং এক প্যাকেট মশার কয়েল কিনতে ৫৫-৮০ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়।) অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, রাতে অল্প কিছুটা সময়ের জন্য তারা কয়েল ব্যবহার করেন যেন একটি কয়েল বাঁচিয়ে বেশি দিন ধরে সেটি ব্যবহার করা যায়। এছাড়া কয়েল থেকে আগুন লাগার ঝুঁকি এবং কয়েলের ধোঁয়া থেকে অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে বাবা-মায়েরা বলেছেন যে, ঘরের মধ্যে শিশুরা যখন কয়েলের আশপাশে খেলাধুলা করে তখন তারা উদ্বিগ্ন থাকেন। কিছু অংশগ্রহণকারী বলেছেন, তারা অন্যান্য ক্যাম্পে মশা মারার জন্য স্প্রে ব্যবহার করতে দেখেছেন। তবে এটি কিভাবে কাজ করে বা আদৌ এটি কোনো বিকল্প সমাধান হতে পারে কি না সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত নন।

“বর্ষাকালেই মশা বেশি কামড়ায়, কেননা তখন গাছপালা ভেজা থাকে এবং ময়লা জমে।”

– রোহিঙ্গা নারী (২১), ক্যাম্প ১৫

“ক্যাম্পে প্রচুর ময়লা রয়েছে, তাই এখানে মশাও বেশি।”

– রোহিঙ্গা নারী (৫৭), ক্যাম্প ১১

“আমি এনজিও'র লোকেদের মশারি ও চাটাইয়ের কথা বলেছিলাম, কিন্তু তারা এ নিয়ে কিছু করেননি।”

– রোহিঙ্গা নারী (৩০), ক্যাম্প ১৫

“পরিবারের আট সদস্যের জন্য আমরা তিনটি বা চারটি মশারি পেয়েছিলাম। এর মধ্যে দু'টি মশারির অবস্থা খুবই খারাপ। আর বাকি দু'টি মশারির মধ্যে একটি আমার বাবা-মা এবং অন্যটি শিশুরা ব্যবহার করছে। আমাদের পরিবারের জন্য দু'টি মশারি মোটেও যথেষ্ট নয় এবং আমাদের আরও মশারি প্রয়োজন।”

– রোহিঙ্গা নারী (২১), ক্যাম্প ১১

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ. হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, [info@cxfeedback.org](mailto:info@cxfeedback.org) ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।